তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৯

**মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিষয়ক মন্ত্রী পর্যায়ের**

**সম্মেলনে যোগ দিলেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

মরিশাস, ২৬ এপ্রিল :

তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত পশ্চিম ভারত মহাসাগর অঞ্চলে মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার বিষয়ক প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন। গতকাল মরিশাসের বালাক্লাভায় ইন্টারকন্টিনেন্টাল রিসোর্টে এ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

সম্মেলনে বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দেশের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিদলের প্রধানরা মাদক পাচার ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার মোকাবিলার কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আঞ্চলিক সহযোগিতা কাঠামো এবং একটি আঞ্চলিক ড্রাগ অবজারভেটরি স্থাপনের মাধ্যমে ড্রাগ রেসপন্স সমন্বয়ের জন্য নেতৃস্থানীয় জাতীয় সংস্থাগুলোর একটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের ওপর সম্মেলনে গুরুত্বারোপ করা হয়।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ যে চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন তা হলো, তরুণদের মাদক ব্যবহারের অধিক ঝুঁকি, আইনের প্রয়োগ এবং আন্তঃসীমান্তীয় নিরাপত্তা অস্থিতিশীল করার ঝুঁকি, অবৈধ আর্থিক প্রবাহ, আন্তর্জাতিক অপরাধ, পরিবার এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্টকরণ, আইনহীন অঞ্চল সৃষ্টি, সমুদ্র নিরাপত্তার হুমকি, সিন্থেটিক ওষুধের ক্রমবর্ধমান হুমকি, আইনি কাঠামোর ত্রুটি এবং মাদক উৎপাদন ও ঔষধের বাজারের ক্রমবর্ধমান পরিমাণ।

চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবিলায় সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা যেসব প্রস্তাব করেন তা হলো, সমুদ্র নজরদারি বৃদ্ধি এবং আন্তঃসীমান্তীয় সহযোগিতার উন্নয়ন, মাদক পাচারের নেটওয়ার্ক ব্যাহত এবং ধ্বংস করার জন্য এ সংক্রান্ত সব দলের অংশীদারিত্ব, পৃথক আঞ্চলিক দায়িত্ব গ্রহণ, ভারত মহাসাগর কমিশন (আইওসি) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আঞ্চলিক সমুদ্র নিরাপত্তার বিষয়ে অংশীদারদের একত্রিত করা, বিশ্বব্যাপী প্রশিক্ষণ এবং ভারত মহাসাগরের দেশগুলোর মধ্যে পুলিশী এবং কাস্টমস সহযোগিতাসহ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

সম্মেলনে আরো যে সুপারিশগুলো উঠে আসে তা হলো, ড্রাগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের কৌশল পুনর্বিবেচনা এবং নবায়ন, আইনি কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পর্যালোচনা, আইওসি এবং জাতিসংঘের ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম দপ্তরের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করা, যারা সফলভাবে মাদক পাচার এবং মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার মোকাবিলা করেছে তাদের উদাহরণ অনুসরণ করে মাদকের অপব্যবহার এবং সামগ্রিকভাবে সংঘবদ্ধ অপরাধ হ্রাস করতে টেকসই উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি।

সম্মেলনের সাইড লাইনে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ জগন্নাথের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ করেন বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে মরিশাসের প্রধানমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

উল্লেখ্য, ২৪টি দেশ ও ২৬টি আন্তর্জাতিক সংস্থা এ সম্মেলনে অংশ নেয়। সম্মেলনের শেষ সময় মাদক পাচার ও মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের ওপর প্রথম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের ঘোষণা গৃহিত হয়।

#

ইফতেখার/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৫১৫ ঘণ্টা

Handout Number : 4378

**Environment Minister held Meetings in Petersberg Climate Dialogue in Berlin.**

Dhaka, 26 April:

Environment, Forest, and Climate Change Minister Saber Hussain Chowdhury engaged in a pivotal bilateral meeting with Saudi Arabia's Chief Climate Negotiator, Khalid M. Almehaid, during the Petersberg Climate Dialogue in Berlin, Germany yesterday.

 The meeting underscored the commitment of both nations to collaborate on addressing pressing climate challenges and advancing the global climate agenda. Minister Chowdhury and Chief Negotiator Almehaid exchanged insights and perspectives on key issues such as renewable energy adoption, and climate adaptation strategies.

 Minister Chowdhury reiterated Bangladesh's unwavering dedication to ambitious climate action, highlighting the country's significant strides in renewable energy development and climate resilience efforts. He emphasized the importance of international cooperation and collective action in achieving the goals outlined in the Paris Agreement.

 Chief Negotiator Almehaid commended Bangladesh's proactive approach to climate change mitigation and adaptation, acknowledging the nation's leadership in championing sustainable development practices. He expressed Saudi Arabia's commitment to strengthening collaboration with Bangladesh and other nations to address the interconnected challenges posed by climate change.

 The bilateral meeting between Minister Chowdhury and Chief Negotiator Almehaid serves as a testament to the shared commitment of Bangladesh and Saudi Arabia to advancing the global climate agenda and fostering sustainable development for present and future generations.

 The Minister received the invitation letter from Deputy Minister of Foreign Affairs and Chief Negotiator of Azerbaijan Yalchin Rafiyev to participate in COP-29 on the sidelines of the Petersberg Climate Dialogue held in Berlin, Germany.  Besides, he held bilateral meetings with the delegates of Egypt, Denmark, President of COP-28 and COP-29 and the German State Secretary.

#

Dipankar/Kamruzzaman/Zulfikar/Robi/Sazzad/Ali/Mansura/2024/1340 hour

Handout Number : 4377

**Petersberg Climate Dialogue in Berlin**

**Environment Minister Held Meeting**

**with State Secretary of the German Chancellery**

Dhaka, 26 April:

Environment, Forest, and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury held a highly productive meeting with Dr. Jörg Kukies, State Secretary of the German Federal Chancellery. The meeting, held in Berlin at the Sidelines of Petersberg Climate Dialogue yesterday, focused on key issues related to environmental sustainability and climate change adaptation and mitigation.

During the discussions, Minister Saber Hossain Chowdhury and Dr. Jörg Kukies exchanged valuable insights and ideas on various initiatives aimed at addressing the pressing challenges of climate change. They underscored the importance of collaborative efforts between government entities and international partners in implementing effective strategies to combat climate change and protect natural resources.

Minister Saber Chowdhury emphasized the urgent need for concerted action to reduce carbon emissions, promote renewable energy sources, and conserve biodiversity. He commended Dr. Jörg Kukies for his commitment to advancing environmental priorities within the Federal Chancellery and expressed optimism about future collaboration between their respective offices.

Dr. Jörg Kukies reiterated the German government's unwavering commitment to environmental stewardship and climate resilience. He highlighted the significance of bilateral cooperation in advancing sustainable development goals and reaffirmed Germany's support for initiatives aimed at preserving global ecosystems.

The meeting concluded with both parties expressing their mutual dedication to fostering closer cooperation and sharing best practices in the field of environmental conservation and climate change adaptation.

#

Dipankar/Kamruzzaman/Zulfikar/RobiAli/Mansura/2024/1310 hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৬

**শ্রীলংকার ফিটসএয়ারের ঢাকা-কলম্বো সরাসরি ফ্লাইট চালু**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ, (২৬ এপ্রিল):

ঢাকা থেকে সরাসরি কলম্বো ফ্লাইট চালু করলো শ্রীলংকাভিত্তিক এয়ারলাইন্স ফিটসএয়ার। প্রাথমিকভাবে ঢাকা থেকে প্রতি সপ্তাহে রোববার ও বুধবার ফিটসএয়ারের ফ্লাইট কলম্বো যাবে এবং কলম্বো থেকে ঢাকায় আসার ফ্লাইট শনিবার ও মঙ্গলবার।

গত মঙ্গলবার ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ফিটসএয়ারের ঢাকা-কলম্বো সরাসরি ফ্লাইটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান।

শ্রীলংকাভিত্তিক ফিটসএয়ারের জিএসএ বেঙ্গল এয়ারলিফট লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ বাহাউদ্দিন মিয়া জানান, ফিটসএয়ার ঢাকা-কলম্বো রিটার্ন টিকেটে সর্বনিম্ন ভাড়া ধার্য করা হয়েছে প্রায় ৩২ হাজার টাকা। যাত্রীরা ৩০ কেজি চেক-ইন লাগেজ এবং ৭ কেজি হ্যান্ড লাগেজ সুবিধা পাবেন। এয়ারবাসের এ-৩২০ এয়ারক্রাফট দিয়ে এই রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে ফিটসএয়ার। বর্তমানে শুধু শ্রীলংকান এয়ারলাইন্স ঢাকা-কলম্বো রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত শ্রীলংকার হাইকমিশনার ধর্মপাল ওয়েরাক্কোডি, ফিটস এয়ারের বাংলাদেশ জিএসএ বেঙ্গল এয়ারলিফট লিমিটেডের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার মেহনাজ মান্নান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ বাহাউদ্দিন মিয়া, পরিচালক ফাইকা নাসের, চিফ অপারেটিং অফিসার সুমায়েয ইকবাল।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের কাছে ফ্লাইট পরিচালনার আবেদন করেছিল ফিটসএয়ার।

#

কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/শামীম/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৫

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৩ বৈশাখ (২৬ এপ্রিল) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৭ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং বাংলার কৃষক ও মেহনতী মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু শেরে বাংলা এ কে (আবুল কাশেম) ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এ কে ফজলুল হক এদেশের কৃষক সমাজের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে আজীবন কাজ করেছেন। কৃষকদের অধিকার আদায়ে তিনি সবসময় সোচ্চার ছিলেন। তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে দরিদ্র কৃষক এবং প্রজাদের স্বার্থরক্ষায় কৃষি ঋণ আইন এবং প্রজাস্বত্ব (সংশোধনী) আইনসহ বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন। জমিদারগণ রায়তদের ওপর যে আবওয়াব ও সেলামি ধার্য করতেন, তিনি তা বিলোপ সাধন করেন। তাঁর সাহসী নেতৃত্ব, উদার ও পরোপকারী স্বভাবের জন্য জনগণ তাঁকে ‘শেরে বাংলা’ বা ‘বাংলার বাঘ’ খেতাবে ভূষিত করেছিলেন।

শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের সঙ্গে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শিক ঐক্য ও রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিলো। শোষণ, বঞ্চনাহীন ও প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক এবং অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে বাঙালি জাতিকে বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলার সুযোগ করে দিয়েছেন।

বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য এ কে ফজলুল হকের অসীম মমত্ববোধ, ভালবাসা এবং কর্মপ্রচেষ্টা নতুন প্রজন্মকে সবসময় অনুপ্রাণিত করবে।

আমি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি এবং এ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০২০ ঘণ্টা

 আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৩৭৪

**শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা**, ১৩ বৈশাখ **(২৬** এপ্রিল**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৭ এপ্রিল শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“উপমহাদেশের বরেণ্য রাজনীতিবিদ শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ৬২তম মৃত্যুবার্ষিকীতে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ছিলেন উপমহাদেশের এক অনন্যসাধারণ প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ। নবাব স্যার সলিমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কাছে রাজনীতিতে তাঁর হাতেখড়ি। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক তাঁর বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের সভাপতি (১৯১৬-১৯২১), কলকাতার মেয়র (১৯৩৫), অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-১৯৪৩), পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৪) ও পূর্ব বাংলার গভর্নরের (১৯৫৬-১৯৫৮) পদসহ বহু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অসাধারণ মেধাবী ও বাগ্মী ফজলুল হক একাধারে বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করতে পারতেন। দক্ষ রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হিসেবে প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল তিনি গণমানুষের কল্যাণে কাজ করে গেছেন।

বাংলার বাঘ নামে পরিচিত হক সাহেব ছিলেন গণমানুষের নেতা। কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষায় তিনি ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি (কেপিপি) এবং ১৯৫৩ সালে শ্রমিক-কৃষক দল প্রতিষ্ঠা করেন। অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শেরে বাংলা এ অঞ্চলের মানুষের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সংস্কারসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর উদ্যোগে গঠিত ‘ঋণ সালিশি বোর্ড’ বাংলার শোষিত ও নির্যাতিত কৃষক সমাজকে ঋণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। তিনি বঙ্গীয় চাকুরি নিয়োগবিধি, প্রজাস্বত্ব আইন, মহাজনি আইন, দোকান কর্মচারী আইন প্রণয়ন করেন যা এ অঞ্চলের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিকের ভাগ্যোন্নয়নে ইতিবাচক অবদান রেখেছে। এই বরেণ্য রাজনীতিবিদ ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। কৃষক-শ্রমিক তথা মেহনতি মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাঁর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। এ কে ফজলুল হকের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা আগামী প্রজন্মের রাজনীতিবিদদের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।

আমি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/জুলফিকার/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০১০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ